

সিআইপিজি সেমিনারে বক্তারা

জ্বালানি খাতের কাঠামোগত পরিবর্তন ও লুটপাট বন্ধ করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার

জ্বালানি খাতের সংকট নিরসনে খাতটির কাঠামোগত পরিবর্তন ও লুটপাট বন্ধ করতে হবে। খাতকে ‘সেবা খাত’ থেকে ‘বাণিজ্যিক খাতে’ রূপান্তর করায় এটি এখন লুটপাট ও দুর্নীতির চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। এটিকে পুনরায় সেবা খাতে ফিরিয়ে নিতে হবে। উন্নত দেশ তাদের স্বার্থে অনেক কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। সুতরাং সতর্কভাবে সরকার, বিরোধী দল ও বিশেষজ্ঞদের একসঙ্গে সমন্বিত জ্বালানি পলিসি নিতে হবে। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স (সিআইপিজি) আয়োজিত ‘জ্বালানি সংকটের কারণ ও প্রভাব এবং সমাধান’ শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম বলেন, বিগত সরকারের আমলে বিশেষ আইন ও বিইআরসি আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে অসাধু ব্যবসায়ীদের উত্থান ঘটে। রাষ্ট্র এ খাতকে ‘সেবা খাত’ থেকে ‘বাণিজ্যিক খাতে’ রূপান্তর করায় এটি এখন লুটপাট ও দুর্নীতির চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকার বিভিন্ন সংস্কারের কথা বললেও জ্বালানি খাতের এ লুটপাটের কাঠামোকে এখনো অক্ষত রেখেছে।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিরোধী দল কেন জনস্বার্থবিরোধী জ্বালানি আইনের ধারাগুলো সম্পর্কে সংসদে প্রশ্ন তুলছে না। জ্বালানি সার্বভৌমত্ব আজ বিপর্যস্ত। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিষ্ঠিত জ্বালানিব্যবস্থা ভাঙতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বেশি খরচ করেও প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে না। তাই সরকারকে তেল-গ্যাসের পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানির উৎস নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের

(বুয়েট) বায়ো এনার্জি ও বিকল্প জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইজাজ আহমেদ বলেন, আমাদের যে কৃষিজমি রয়েছে তার ১ শতাংশ ব্যবহার করলেও আমরা ৫০ হাজার মেগাওয়াট সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব। আমাদের ফুড সিকিউরিটি ও এনার্জি সিকিউরিটি দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এনার্জি সিকিউরিটি এখন ন্যাশনাল সিকিউরিটি। অথচ আমাদের জমি এবং ওয়েস্ট (আবর্জনা) আমরা কিছুই করছি না। ওয়েস্ট এনার্জি ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, আমরা যদি দেশের ৩০০ সংসদ সদস্যকে ১০ মেগাওয়াট করেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বলি, তবুও তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে যায়। তাদের বললে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে এর দায়িত্ব নেবেন।

আমদানি-নির্ভরতা কমায়ে ব আনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা এতটাই আমদানিনির্ভর যে, শুধু এনার্জির জন্যই আমাদের ২০ বিলিয়ন ডলার চলে যায়। দিন দিন এ নির্ভরতা আরো বাড়ছে। তাই এর সমাধানে আমাদের কাজ করতে হবে। সোলার এনার্জি ও গার্বের্জ এনার্জির মতো অল্টারনেটিভ সোর্সগুলো থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে হবে।

সাবেক সিনিয়র সচিব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম বলেন, ২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বাজেটের দায়িত্বে ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতায় জ্বালানি খাত হলো বাংলাদেশের দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য সোনার খনি। তারা লুটপাট করতেই মূলত এখানে আসেন। আওয়ামী সরকারের সময় জ্বালানি খাতের প্রজেক্ট প্রস্তুতই করা হতো মূলত প্রকৃত ব্যয় থেকে প্রায় চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে, যাতে লুটপাট করা যায়।

উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, আমি দায়িত্বে থাকাকালীন আমার কাছে একটি বিষয়ে বাজেট চাওয়া হলো ৪৫০ কোটি টাকা। সেটা চেক করার জন্য আমি একজন দেশপ্রেমিক

এক্সপার্টের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি আমাকে জানালেন, এটির জন্য খরচ হবে সর্বোচ্চ ৫৫ কোটি টাকা। বাকি প্রায় ৪০০ কোটি টাকাই লুটপাট করার চেষ্টা করেন তারা। আমি সেটা হতে দেইনি। এজন্য বিভিন্নভাবে আমাকে প্রেশার দেওয়া হয়। শেষে আমাকে ওই দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

ড. ফজলে রাব্বি সাদিক আহমেদ বলেন, উন্নত দেশ তাদের স্বার্থে অনেক কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। সুতরাং সতর্কভাবে সরকার, বিরোধী দল ও বিশেষজ্ঞরা মিলে সমন্বিত জ্বালানি পলিসি নিতে হবে।

ড. খন্দকার রাশেদুল হক বলেন, বিদ্যুতের অপচয় রোধে ফ্যান, লাইট অপ্ৰয়োজনে চালু রাখা যাবে না। সোশ্যাল ও পলিটিক্যাল প্রোটেকশন করতে হবে। সেই সঙ্গে সরকারিভাবে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

অধ্যাপক একেএম ওয়েরিসুল করিম বলেন, জ্বালানির বিষয়ে সরকার বা পলিসি লেভেলে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে চিন্তা ও নলেজ গ্যাপ আছে। আবার দুর্নীতির কারণে আমাদের সঠিক তথ্য জানতে দেওয়া হয় না।

মার্কেটিং ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মোমেন বলেন, আমাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানির এক-তৃতীয়াংশও যদি নিজেরা উৎপাদন করতে না পারি, তবে আমাদের প্রতিটি বৈশ্বিক দুর্যোগ বা যুদ্ধেই ভুগতে হবে।

বক্তারা জ্বালানি খাতকে বাণিজ্যিক খাত থেকে পুনরায় ‘সেবা খাতে’ ফিরিয়ে আনা, মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে লুণ্ঠনমূলক ব্যয় ও মুনাফা কমাতে ভর্তুকি ও ঘাটতি সমন্বয় করা, বিইআরসিকে সক্ষম ও কার্যকর করার পরামর্শ দেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়কে কোম্পানিগুলোর পরিচালনা বোর্ড থেকে সরিয়ে দিয়ে স্বার্থ সংঘাতমুক্ত করা এবং জ্বালানি অপরাধীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা সহ প্রয়োজনে গণবিরোধী চুক্তি ও আইন বাতিল করার কথা উঠে আছে সেমিনারে।